দৈনিক বাংলা

তারিখ 01 AUG 1986
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা কুমিল্লা যশোর ও রাজশাহী বোর্ডের ফল প্রকাশ

এসএসসি পরীক্ষাঃ গড়ে পাশের হার ৬৫·৮১

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

দেশের ৪টি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল গতকাল প্রকাশিত হয়েছে। পরীক্ষায় পাসের হার গড়ে ৬৫ দশমিক ৮১ ভাগ।

নতুন ও পুরনো পাঠ্যসূচী মিলিয়ে এবার ৪টি বোর্ড থেকে ৩ লাখ ৬৬ হাজার ৩ শ ৮১ জন পরীক্ষা দিয়েছিল। এর মধ্যে পাস করেছে ২ লাখ ৪১ হাজার ১ শ ৩৪ জন। ফেলের সংখ্যা ১ লাখ ২৫ হাজার ২ শ ৪৭।

পরীক্ষায় সর্বোচ্চ পাসের হার কুমিল্লা বোর্ডের—শতকরা ৭০ ভাগ। এর পরেই রয়েছে রাজশাহী বোর্ড। এই বোর্ডের পাসের হার ৬৮ দশমিক ৭৯ ভাগ। যশোর বোর্ডে পাসের হার ৬৬ দশমিক ৬৬ ভাগ। ঢাকা বোর্ডে পাসের হার সর্বনিম্ন—৫৮ দশমিক ১৬ ভাগ।

ঢাকা বোর্ডে ৫টি লেটারসহ ৮৫০ নম্বর পেয়ে পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজের সুলতান মাহমুদ সিদ্দীক (রোল-মীর্জা নং ২৭০৬৭)। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে ধানমন্ডি গভঃ বয়েজ হাইস্কুলের ছাত্র মোঃ জাহিদ হাসান (রোল ঢাকা-নম্বর ৬৮৫০)। ৫টি লেটার সহ সে ৮৪৮ নম্বর পেয়েছে।

আংশিক ফল ৪, ৬ ৭ ১৪, ১৫ ও ১৬-এর পৃষ্ঠায়

ঢাকা বোর্ডের মেধা তালিকায় এবার প্রথম মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজের। এই কলেজের ১৭ জন ছাত্র একক অথবা যুগ্মভাবে প্রথম ২০টি স্থানের মধ্যে ১০টি স্থান পেয়েছে।

কুমিল্লা বোর্ডে প্রথম হয়েছে যুগ্মভাবে কুমিল্লা জেলা স্কুলের

(৫—এর পৃঃ দ্রঃ)

সুলতান মাহমুদ সিদ্দীক

শাহেদ ফারুক সিনহা

আবুল কালাম সারোয়ার

সুলতান ডাক্তার হতে চায়

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

সুলতান মাহমুদ সিদ্দিক ডাক্তার হতে চান। ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় মীর্জাপুরে ক্যাডেট কলেজের ছাত্র সুলতান সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম হয়েছে। সে ৫টি লেটারসহ ৮৫০ নম্বর পেয়েছে। ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হবার আগে ঢাকার তেজগাঁও পলিটেকনিক্যাল স্কুলের

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

শাহেদ সব ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

যশোর বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম হবার গৌরব অর্জন করেছে ক্যাডেট মোহাম্মদ শাহেদ ফারুক সিনহা। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের ছাত্র মোঃ শাহেদ এবারের এসএসসি পরীক্ষায় ৬টি লেটারসহ ৮৫৯ নম্বর পেয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে।

শাহেদের সিদ্ধেশ্বরীর ফুফুর

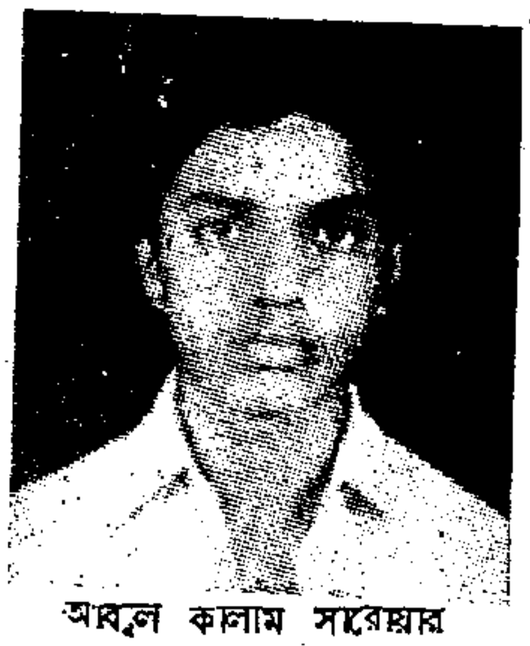

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

সারোয়ারের গৃহ শিক্ষক ছিল না

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

নারায়ণগঞ্জ, ৩১শে জুলাই।—কুমিল্লা বোর্ডে যুগ্মভাবে শীর্ষস্থান অধিকারী আবুল কালাম সারোয়ার ভবিষ্যতে কম্পিউটর ইঞ্জিনীয়ারিং-এ উচ্চতর পড়াশোনায় আগ্রহী।

সিলেট ক্যাডেট কলেজ থেকে পাঁচটি বিষয়ে লেটারসহ সে মোট ৮শ ৪৩ নম্বর পেয়েছে।

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

সম্মিলিত মেধা তালিকা : ঢাকা

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

এসএসসি পরীক্ষার ফল গতকাল প্রকাশিত হয়েছে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ড থেকে এ বছর নতুন ও পুরনো পাঠ্যক্রম মিলিয়ে ১ লাখ ১১ হাজার ৬শ ৬০ জন এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল। পাসের গড় হার ৫৮ দশমিক ১৬ ভাগ।

এই বোর্ড থেকে মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজের ছাত্র সুলতান

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

কুমিল্লা

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

কুমিল্লা বোর্ড থেকে এবার নতুন ও পুরনো পাঠ্যক্রম মিলিয়ে ৮৪ হাজার ৩শ ৪ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল। গতকাল এই বোর্ডের ফল প্রকাশিত হয়েছে। পাসের হার গড়ে ৭০ ভাগ।

এই বোর্ডে এবার প্রথম স্থান অধিকার করেছে যুগ্মভাবে কুমিল্লা জিলা স্কুলের মোঃ কামরুল আহসান (কুম-২৬৪) ও সিলেট ক্যাডেট কলেজের আবুল কালাম সারোয়ার (সিকক ১৫)। তারা উভয়েই ৫টি লেটার

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

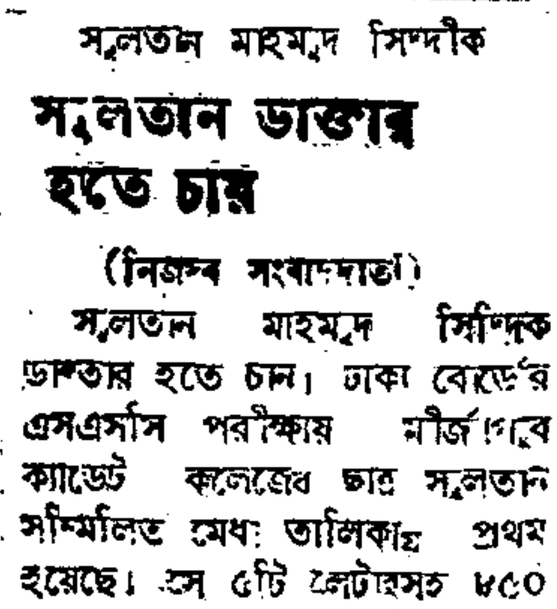

কামরুল আহসান

সোনিয়া বেগ

ফারহানা মান্নান শাওন

কামরুল ইংরাজী ছাড়া প্রাইভেট পড়েনি

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

কুমিল্লা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকার শীর্ষস্থান দখলকারী দু জনের একজন হচ্ছে কামরুল আহসান। বিজ্ঞানের ছাত্র কামরুল আহসান

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

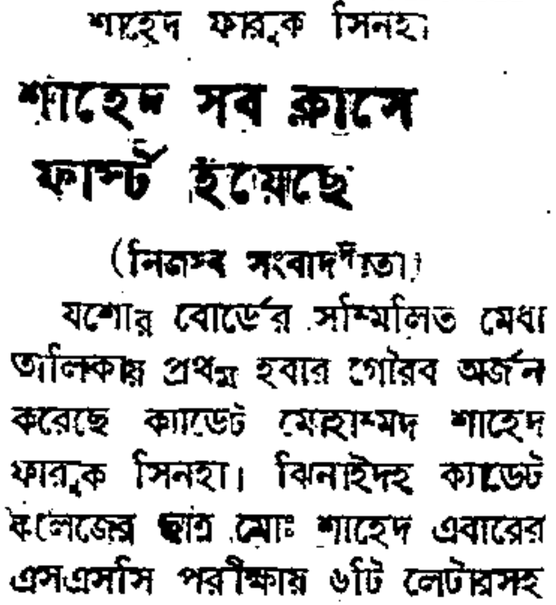

সোনিয়া হজব্রত পালন করতে গেছে

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার সম্মিলিত মেধা তালিকার তৃতীয় এবং মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান পেয়েছে সোনিয়া বেগ। সোনিয়া হজব্রত পালনের জন্যে

(৫—এর পৃঃ দ্রঃ)

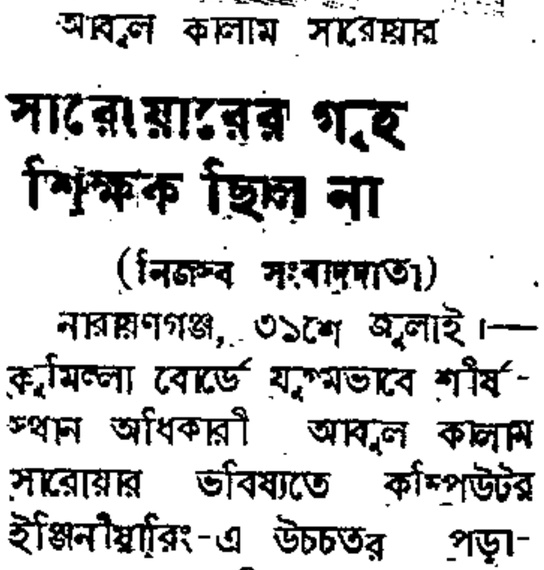

ফারহানার পছন্দ শিক্ষকতা

(শামছুর রহমান)

যশোর বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বিতীয় ও মেয়েদের মধ্যে প্রথম ফারহানা মান্নান শাওন পেশা হিসেবে শিক্ষকতা পছন্দ করে। ডাক্তারী পড়ার পর তার ইচ্ছা কোন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করা।

দৈনিক বাংলা পত্রিকার একনিষ্ঠ পাঠিকা শাওন যশোর সেনানিবাসের দাউদ পাবলিক স্কুল থেকে

৫-এর পৃঃ দ্রঃ

দৈনিক বাংলা

তারিখ 01 AUG 1986
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ...

এসএসসি পরীক্ষা

(১-এর পৃঃ পর)

মোঃ কামরুল আহসান (কুম-২৬৪) ও সিলেট ক্যাডেট কলেজের আবুল কালাম সারোয়ার, (সিকক-১৫)। তারা উভয়েই ৫টি লেটারসহ ৮৪৩ নম্বর পেয়েছে।

এই বোর্ডের মেধা তালিকায় কুমিল্লা জেলা স্কুলের প্রাধান্য। এই স্কুলের ৭ জন পরীক্ষার্থী একক অথবা যুগ্মভাবে প্রথম ২০টি স্থানের মধ্যে ৭টি স্থান অধিকার করেছে।

যশোর বোর্ডে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের মোঃ শাহেদ ফারুক ৬টি লেটারসহ ৮৫৯ নম্বর পেয়ে পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে (ঝিনাইদহ ক্যাডেট-১)। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে দাউদ পাবলিক স্কুলের ছাত্রী ফারহানা মান্নান (যশোর ক্যান্ট-ম ১)। ৫টি লেটারসহ সে ৮৫৪ নম্বর পেয়েছে।

এই বোর্ডে মেধা তালিকায় প্রাধান্য ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের। এই কলেজের ৯ জন ছাত্র একক অথবা যুগ্মভাবে ৮টি স্থান অধিকার করেছে।

রাজশাহী বোর্ডে মেধা তালিকায় প্রথম নাম রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের মোঃ সাইফুল ইসলামের (রাজ ক্যাডেট-২৪)। ৬টি লেটারসহ সে ৮৬৭ নম্বর পেয়েছে। চারটি বোর্ডের মধ্যে তার নম্বর সর্বোচ্চ। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে এই কলেজেরই ছাত্র আ ব ম হাসানুজ্জামান (রাজ ক্যাডেট-৪০)। ৬টি লেটারসহ সে ৮৬১ নম্বর পেয়েছে।

ঢাকা বোর্ড থেকে এবার সবচেয়ে বেশি ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল। এই সংখ্যা ছিল ১ লাখ ১১ হাজার ৬ শ ৬০ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ৬৪ হাজার ৯ শ ৪৬ জন।

কুমিল্লা বোর্ডে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৮৪ হাজার ৩ শ ৪ জন। পাস করেছে ৬০ হাজার ৬ শ ৬১৮ জন।

যশোর বোর্ড থেকে ৮০ হাজার ৭ শ ৩৮ জন পরীক্ষা দিয়েছিল। পাস করেছে ৫৩ হাজার ৮ শ ২২ জন।

৮৯ হাজার ৬ শ ৭৯ জন পরীক্ষা দিয়েছিল রাজশাহী বোর্ড থেকে। এর মধ্যে পাস করেছে ৬১ হাজার ৬ শ ৯৮ জন পরীক্ষার্থী।

এসএসসি পরীক্ষার মেধা তালিকায় এবার ছাত্রীদের স্থান খুবই গৌণ। তারা ঢাকা বোর্ড মিলিয়ে মাত্র ৯টি স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে কুমিল্লা বোর্ড থেকে কোন ছাত্রী মেধা তালিকায় স্থান পায়নি। যশোর বোর্ডে ৩ জন ছাত্রীর একজন দ্বিতীয় স্থান ও অন্য দুজন ১১শ ও ১৮শ স্থান পেয়েছে। ঢাকা বোর্ডে চারজন ছাত্রী যথাক্রমে তৃতীয়, ষষ্ঠ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ স্থান লাভ করেছে। রাজশাহী বোর্ডে দুজন ছাত্রী ৬ষ্ঠ ও ১৭শ স্থান পেয়েছে।

প্রসঙ্গত ৪ বোর্ড থেকে এবার প্রথম বিভাগে মোট ৩৫ হাজার ৫ শ ৪৪ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ১ লাখ ৬৯ হাজার ৬৯ জন এবং তৃতীয় বিভাগে ৩৬ হাজার ৫ শ ২১ জন পাস করেছে। এর মধ্যে দ্বিতীয় বিভাগে পাসের হার বা সংখ্যাই সর্বাধিক।

জাহিদ হাসান

জাহিদ একজন লেখক

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে মোহাম্মদ জাহিদ হাসান তাপস। ধানমন্ডী বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

সুলক্ষণা শ্যামা নাথ

সুলক্ষণা চায় গবেষণা করতে

ফারহানা

(১-এর পৃঃ পর)

বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী হিসেবে এসএসসি পরীক্ষা দেয়। সে সাধারণ গণিত নৈর্বাচনিক গণিত, টাইপিং, ভূগোল ও সাধারণ বিজ্ঞানে লেটারসহ ৮৫৪ নম্বর পেয়েছে।

দু'ভাই ও এক বোনের মধ্যে শাওন সবার বড়। তার পিতা জনাব কে এম এ মান্নান বিএডিসির যশোরস্থ নির্মাণ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মা হাসিনা মান্নান বাগেরহাট মহিলা কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপিকা।

তার সখ হলোঃ বাংলা ও ইংরেজী বাণী সংগ্রহ করা।

সোনিয়া

(১-এর পৃঃ পর)

বর্তমানে সৌদি আরবে অবস্থান করছে। রেজাল্ট ভাল হবে এ ব্যাপারে সোনিয়া প্রায় নিশ্চিত ছিল। তাই সে হজে যাবার আগে বাসায় নিজেই তার বায়োডাটা লিখে রেখে গেছে। সোনিয়া শাহীন স্কুলের ছাত্রী।

সোনিয়ার পিতা গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) সৈয়দ আহমদ রেগ প্ল্যানিং কমিশনের একজন বিভাগীয় প্রধান। সোনিয়া তার বায়োডাটায় লিখেছে—সে একজন স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ হতে চায়। সে জানায়ঃ মা-বাবার প্রেরণা ও শিক্ষকদের সহযোগিতায়ই সে এ গৌরব লাভ করেছে।

সোনিয়া অবসরে সঙ্গীত শোনে এবং গল্পের বই পড়ে। গতকাল তার বাসায় গেলে সোনিয়ার খালাত বোন সোমা জানায়ঃ সৌদি আরব যাবার আগে সোনিয়া তাকে তাগিদ দিয়ে গেছে ফোনে যেন পরীক্ষার ফলটি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি জানিয়ে দেয়। বি এ এফ শাহীন স্কুল থেকে সোনিয়া ৫টি লেটার সহ ৮৪১ নম্বর পেয়েছে। সে প্রাই মারী এবং সেকেন্ডারী বৃত্তিও পেয়েছিল।

হাসিনার অভিযোগের জবাবে জাফর ইমাম

জাতীয় পার্টির যুগ্ম মহাসচিব ও পাট প্রতিমন্ত্রী জনাব জাফর ইমাম ছাগলনাইয়া উপজেলা শাখা জাতীয় পার্টির বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ এনে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা যে বিবৃতি দেন তার প্রতিবাদ করেন। বৃহস্পতিবার দেয়া এক বিবৃতিতে জনাব

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

সারোয়ার

(১-এর পৃঃ পর)

সারোয়ার নারায়ণগঞ্জ শহরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব আবদুল কাদের মিয়ার ৮ম সন্তান। অংক, বিজ্ঞান ও ইংরেজী তার প্রিয় বিষয়। তার অভিযোগ, আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষায় ব্যবহারিক দিক তাত্ত্বিক দিকের চেয়ে অবহেলিত। বিজ্ঞান শিক্ষায় এটা খুবই অসুবিধাজনক।

বড়ভাই সালাম, বড়বোন অধ্যাপিকা শিরিন বেগম, মা-বাবা ও শিক্ষকরাই তার লেখাপড়ার প্রধান উৎসাহদাতা বলে বাবু জানিয়েছে।

সারোয়ারের কোন গৃহশিক্ষক ছিল না। সে নিয়মিত ৪/৫ ঘণ্টা পড়াশোনা করতো। টেস্ট পরীক্ষার পর থেকে সে রাত সাড়ে ১২টা পর্যন্ত পড়াশোনা করতো।

লেখাপড়ার বাইরে বাবুর সবচেয়ে প্রিয় বিষয় বিতর্ক। সিলেট ক্যাডেট কলেজের বাৎসরিক ইংরেজী বিতর্কে বাবুদের হোস্টেল এবার প্রথম হয়েছে। তার সবচেয়ে প্রিয় খেলা—ক্রিকেট। তার অবসর কাটে ভিসিআর দেখে ও গল্পের বই পড়ে।

বাবু ছাত্রদের রাজনীতি করাকে অপছন্দ করে।

যশোর

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল প্রকাশিত এসএসসি পরীক্ষায় যশোর বোর্ডের পাশের হার গড়ে ৬৬ দশমিক ৬৬ ভাগ। এই বোর্ড থেকে এ বছর ৮০ হাজার ৭ শ ৩৮ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল।

এই বোর্ডে নতুন কোর্সে পরীক্ষা দিয়েছিল ৬৪ হাজার ২ শ ৮২ জন। পাসের হার ৬৭ দশমিক ৭৮ ভাগ। এতে ছাত্রীদের পাসের হার বেশি—৬৮ দশমিক ৮২ ভাগ।

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

রাজশাহী

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল গতকাল প্রকাশিত হয়েছে। এই বোর্ড থেকে ৮৯ হাজার ৬ শ ৭৯ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল। পাসের হার গড়ে ৬৮ দশমিক ৭৯ ভাগ।

বোর্ডে এবার প্রথম স্থান পেয়েছে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের ছাত্র মোঃ সাইফুল ইসলাম (রাজ ক্যাডেট-২৪)। ৬টি লেটারসহ সে

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

তারিখ 1 AUG 1986
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মেধা তালিকা : রাজশাহী

দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে এই বোর্ডের মধ্যে এই নম্বর সর্বোচ্চ। মোট ৮৬৭ নম্বর পেয়েছে। ৪ কলেজেরই ছাত্র আ ব ম হাসানুজ্জামান (রাজ ক্যাডেট-৪০)। ৬টি লেটারসহ সে ৮৬১ নম্বর পেয়েছে।

রাজশাহী বোর্ডে নতুন পাঠ্যক্রমে পরীক্ষা দিয়েছিল ৭১ হাজার ২ শ ২১ জন ছাত্রছাত্রী। এই কোর্সে পাসের হার ৬৮ দশমিক শূন্য এক ভাগ।

নতুন কোর্সে প্রথম বিভাগে ৬ হাজার ৭ শ ৬৩ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৩২ হাজার ৯ শ ৭০ জন, তৃতীয় বিভাগে ৮ হাজার ৩ শ ১১ জন নিয়ে মোট ৪৮ হাজার ৪৪ জন পাস করেছে। ছাত্রীদের পাসের হার বেশি—৬৮ দশমিক ৯ ভাগ। ছাত্রদের পাসের হার ৬৫ দশমিক ৯৮ ভাগ।

পুরনো কোর্সে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল ১৯ হাজার ৪৩ জন। এই কোর্সে পাস করেছে ১৩ হাজার ৬ শ ৫৪ জন। পাসের হার ৭১ দশমিক ৭ ভাগ।

এর মধ্যে ৫ শ ৬১ জন প্রথম বিভাগে ৯ হাজার ৬শ ৬ জন দ্বিতীয় বিভাগে ও তৃতীয় বিভাগে ৩ হাজার ৪ শ ৮৭ জন নিয়ে মোট ১৩ হাজার ৬ শ ৫৪ জন পাস করেছে। পুরনো কোর্সে ছাত্রীদের পাসের হার ৬৬ দশমিক ৯০ ও ছাত্রদের পাসের হার ৭৩ দশমিক শূন্য তিন ভাগ।

রাজশাহী বোর্ডে মেধা তালিকায় প্রাধান্য রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের। এই কলেজের ১২ জন ছাত্র প্রথম ২০টি স্থানের মধ্যে ৯টি স্থান অধিকার করেছে।

এর পরেই রয়েছে দিনাজপুর জেলা স্কুল ও রংপুর জেলা স্কুলের প্রাধান্য। এই দুটি স্কুলই দুটি করে স্থান পেয়েছে।

রাজশাহী বোর্ডের মেধা তালিকায় মাত্র দুজন ছাত্রীর নাম রয়েছে। এর মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলের সুলক্ষণা শ্যামা নাথ ৬ষ্ঠ ও মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান (রাজ–ম ৮৪১) এবং এই স্কুলেরই আদিপ আকদুম গীতি (রাজ–ম ৮৪৩) ১৭ শ স্থান লাভ করেছে।

রাজশাহী বোর্ড

মেধা তালিকা

প্রথম : রাজ ক্যাডেট ২৪, মোঃ সাইফুল ইসলাম, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, প্রাপ্ত মোট নম্বর ৮৬৭, ছয়টি লেটার। দ্বিতীয় : রাজ ক্যাডেট ৪০, আ ব ম হাসানুজ্জামান রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, নম্বর ৮৬১, ছয়টি লেটার। তৃতীয় : রাজ ক্যাডেট-৩০, মোঃ মাহবুব আলম, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, নম্বর ৮৫১, পাঁচটি লেটার। চতুর্থ : দিন-১ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, দিনাজপুর জেলা স্কুল, পাঁচটি লেটার। পঞ্চম : রাজ ক্যাডেট-১৭, এ কে এম শামসুল কবীর, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, ছয়টি লেটার, ষষ্ঠ : রাজ ম ৮৪১ সুলক্ষণা শ্যামা নাথ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল পাঁচটি লেটার, রাজ ক্যাডেট ১০ মোঃ শামসুল আবেদীন, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, পাঁচটি লেটার। সপ্তম : রাজ ক্যাডেট-১০, মোঃ আমিরুল ইসলাম, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, পাঁচটি লেটার, অষ্টম : রাজ ক্যাডেট-৫, মোঃ তারিকুল ইসলাম, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, ছয়টি লেটার, রাজ ক্যাডেট ১১ আই কে এম মোস্তাহসেনুল বাকী, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, পাঁচটি লেটার। নবম : রং-১ মোঃ শামিমুল ইসলাম রংপুর জেলা স্কুল, পাঁচটি লেটার। দশম : রাজ ক্যাডেট-২৬, সা'দ মুহম্মদ শোহাব, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, পাঁচটি লেটার।

শাহেদ

(১ম পৃঃ পর)

বাড়িতে তার সাক্ষাৎকার নিতে গেলে সে জানায়, সে স্থপতি হতে ইচ্ছুক। তার মায়ের ইচ্ছা সামরিক বাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরে চাকরি করা।

স্কুলে শাহেদ সব শ্রেণীতেই ফার্স্ট হয়েছে। সে খুলনা বিভাগের মধ্যে পঞ্চম শ্রেণীতে ট্যালেন্ট পুলে বৃত্তি পেয়েছিল। ভালো ফল তার প্রত্যাশিত ছিল। তার পড়াশোনায় উৎসাহ দিয়েছে তার মা বেগম লায়লা ফারুক সিনহা। মা তার প্রিয় ব্যক্তিত্ব।

শাহেদ যখন ক্যাডেট কলেজের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র তখন তার পিতা অধ্যাপক ফারুক লতিফ সিনহা মারা যান। মরহুম ফারুক এই ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজেরই অধ্যাপক ছিলেন।

শাহেদ প্রতিদিন গড়ে ৬ ঘন্টা করে লেখাপড়া করেছে। শাহেদ দারুণ বই-এর পোকা। ভালোবাসে সব ধরনের বই। খেলাধুলাতেও সমান আগ্রহ। ফুটবল তার প্রিয় খেলা।

সম্প্রতি মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ খেলায় ব্রাজিলের সমর্থক ছিল। তার প্রিয় খেলোয়াড় ম্যারাডোনা।

শাহেদ নিয়মিত নামাজ পড়ে। রোজা রাখে।

কামরুল

(১ম পৃঃ পর)

একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানী হতে চায়।

গতকাল কামরুলের ঢাকার উত্তর মুগদাপাড়াস্থ বাসায় গেলে সে জানায় : রেজাল্ট ভাল হবে এ ব্যাপারে তার আত্মবিশ্বাস ছিল। কিন্তু বোর্ডে প্রথম হবে এ ধারণা সে করেনি।

মা-বাবার প্রেরণা ও শিক্ষকদের পরামর্শই তাকে এ গৌরব ছিনিয়ে আনতে সহযোগিতা করেছে বলে দৃঢ়মত ব্যক্ত করে কামরুল জানায় সে নিয়মিত ৮/৯ ঘন্টা লেখাপড়া করেছে। ইংরেজী ছাড়া সে আর কোন বিষয়ে প্রাইভেট পড়েনি। তার মতে ছাত্র জীবনে লেখাপড়াকেই প্রাধান্য দেয়া উচিৎ—রাজনীতিকে নয়। তবে রাজনীতি সচেতন থাকা ভালো।

কামরুলের পিতা মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান তালুকদার বিআরডিবি-এর একজন এসিসটান্ট ডাইরেক্টর। তাদের বাড়ি চাঁদপুর মীর্জাপুর গ্রামে।

...তী ছাত্র কামরুলের শখ ফুট... খেলা ও স্ট্যাম্প সংগ্রহ করা। ...বিশ্বকাপ খেলার সময় সে ছিল ...জিলের সমর্থক। সক্রেটিস ও ...কা তার প্রিয় খেলোয়াড়।

সুলক্ষনা

(১ম পৃঃ পর)

...বিজ্ঞানের ছাত্রী শ্যামা ইঞ্জিনি...রিং পড়তে আগ্রহী। সে মা-...বার মত শিক্ষকতা ও গবেষণাকে ...শী পছন্দ করে। তার বাবা ...গত ডক্টর ক্ষিতীশ চন্দ্র নাথ ...কৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ...লেন। মা-ডক্টর ঝর্না নাথ ...জশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ...জ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান। ...মা দু বোনের মধ্যে ছোট। তার ...বড় কল্যাণী রমা নাথ ১৯৮৩ ... ১৯৮৫ সালের এসএসসি ...এইচএসসি পরীক্ষায় মেয়েদের ... প্রথম এবং সম্মিলিত মেধা তা...য় অষ্টম ও পঞ্চম স্থান অ... করে।

...লক্ষণা শ্যামা নাথের শখ ছবি আঁকা। সে অবসরে গল্পের বই পড়ে এবং গান শোনে। খেলাধুলায়ও সে আগ্রহী।

তারিখ 0 1 AUG 1986
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কুমিল্লা

(১ম পৃঃ পর)

সহ ৮৪৩ নম্বর পেয়েছে। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের ইকবাল মোর্শেদ কবীর (ফৌজ-২১)। ৪টি লেটার নিয়ে সে ৮৪০ নম্বর পেয়েছে।

কুমিল্লা বোর্ড থেকে নতুন কোর্সে ৭২ হাজার ৮শ ৬৮ জন পরীক্ষা দিয়েছিল। পাসের হার ৭০ দশমিক ২৩ ভাগ।

এই কোর্সে প্রথম বিভাগে ৯ হাজার ৯শ ২৮ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৩৭ হাজার ১শ ৮৪ জন ও তৃতীয় বিভাগে ৫ হাজার ৫শ ৬০ জন নিয়ে মোট ৫২ হাজার ৫শ ৭২ জন ছাত্রছাত্রী পাস করেছে।

পুরনো কোর্সে কুমিল্লা বোর্ড থেকে পরীক্ষা দিয়েছিল ১১ হাজার ৪শ ৩৬ জন ছাত্রছাত্রী। পাসের হার ৬৮ দশমিক ৫২ ভাগ।

এই কোর্সে ১শ ৩৪ জন প্রথম বিভাগে ৫ হাজার ২শ ১৫ জন দ্বিতীয় বিভাগে ২ হাজার ৭শ ৪৭ জন তৃতীয় বিভাগ নিয়ে মোট ৮ হাজার ৯৬ জন পাস করেছে।

কুমিল্লা বোর্ডে মেধা তালিকায় প্রাধান্য কুমিল্লা জিলা স্কুলের। এই স্কুল থেকে ৭ জন ছাত্র প্রথম স্থানসহ মোট ৭টি স্থান অধিকার করেছে।

এর পরেই রয়েছে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের প্রাধান্য। এই স্কুল থেকে ৬ জন ছাত্র ৬টি স্থান পেয়েছে।

এছাড়া ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ ও কুমিল্লা কলেজিয়েট স্কুল প্রত্যেকে ৪টি করে স্থান এবং সিলেট ক্যাডেট কলেজের ছাত্ররা ৩টি স্থান পেয়েছে।

এই বোর্ড থেকে কোন ছাত্রী প্রথম ২০টি স্থানের একটিও পায়নি।

কুমিল্লা বোর্ড

প্রথম : মোহাম্মদ কামরুল অহসান, কুম-১, রোল নং ২৬৮ কুমিল্লা জিলা স্কুল, প্রাপ্ত নম্বর ৮৪৩ ৫টি লেটার। আবুল কালাম সারোয়ার, সিকক-রোল নং ১৫, সিলেট ক্যাডেট কলেজ, প্রাপ্ত নম্বর ৮৪৩ ৫টি লেটার। দ্বিতীয় : ইকবাল মুর্শেদ কবীর, ফৌজ রোল নং ২১, ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, নম্বর ৮৪০ ৪টি লেটার তৃতীয় : মোস্তফা জামানুল বাহার কুম-১, রোল নং ২৬৩, কুমিল্লা জিলা স্কুল নম্বর ৮৩৯ ৫টি লেটার, চতুর্থ : শান্তনু দত্ত, চিট-১, রোল নং ৬৬৮, চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, ৫টি লেটার. পঞ্চম : রায়হান কিবরিয়া কুম-৩ রোল নং ২, কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ ৫টি লেটার, এম নরুজ্জামান চৌধুরী, সিকক রোল নং ২৩, সিলেট ক্যাডেট কলেজ ৫টি লেটার ষষ্ঠ : সৈয়দ মোহাম্মদ কখরুল আহসান, চাঁদ রোল নং ২৯২, চাঁদপুর হাসান আলী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ৫টি লেটার সপ্তম : মোহাম্মদ এনামুল খালেক ভূইয়া কুম-১, রোল নং ২৫৯, কুমিল্লা জিলা স্কুল ৪টি লেটার এবং আলাউদ্দিন আহমদ চিট-১, রোল নং ৬০৮, চট্টগ্রাম কলিজিয়েট স্কুল, ৫টি লেটার। অষ্টম : হাসিব মোহাম্মদ শাকুর ফৌজ রোল নং ৮, ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ ৫টি লেটার, নবম : সৌমিত্র সরকার কুম-১, রোল নং ২৬০, কুমিল্লা জিলা স্কুল, ৫টি লেটার। দশম : মোহাম্মদ হাসান সরওয়ার চিট-২, রোল নং ৬১০, চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল ৪টি লেটার।

যশোর

(১-এর পৃঃ পর)

ছাত্রদের পাসের হার ৬৭ দশমিক ৩১ ভাগ।

এসএসসি পরীক্ষার নতুন কোর্সে ৭ হাজার ৪ শ ৫৩ জন প্রথম বিভাগে, ৩০ হাজার ৫ শ ১৭ জন দ্বিতীয় বিভাগে ও ৫ হাজার ৬ শ ১ জন তৃতীয় বিভাগে মিলিয়ে ৪৩ হাজার ৫ শ ৭১ জন পাস করেছে।

পুরনো কোর্সে এই বোর্ড থেকে পরীক্ষা দিয়েছিল ১৬ হাজার ৪ শ ৫৬ জন। এই কোর্সে পাসের হার গড়ে ৬২ দশমিক ২৯ ভাগ। এ ক্ষেত্রেও ছাত্রীদের পাসের হার বেশি।

পুরনো কোর্সে ৪ শ জন প্রথম বিভাগে, ৬ হাজার ৬ শ ৬৬ জন দ্বিতীয় বিভাগে ও ৩ হাজার ১ শ ৮৫ জন তৃতীয় বিভাগে মিলিয়ে মোট ১০ হাজার ২ শ ৫১ জন পাস করেছে।

যশোর বোর্ডে উভয় কোর্সেই ছাত্রীদের পাসের হার বেশি।

এই বোর্ডে প্রথম স্থান অধিকার করেছে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের মোঃ শাহেদ ফারুক (ঝিনা ক্যাডেট-১)। সে ৬টি লেটারসহ মোট ৮৫৯ নম্বর পেয়েছে। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে দাউদ পাবলিক স্কুলের ছাত্রী ফারহানা মান্নান (যশোর ক্যান্ট ম-১)। ৫টি লেটারসহ সে ৮৫৪ নম্বর পেয়েছে।

যশোর বোর্ডে ৩ জন ছাত্রী মেধা তালিকায় যথাক্রমে ২য়, ১১শ ও ১৮শ স্থান অধিকার করেছে।

এই বোর্ডে মেধা তালিকায় প্রাধান্য অর্জন করেছে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের ছাত্ররা। তাদের ৯ জন ২০টি স্থানের মধ্যে প্রথম স্থানসহ ৮টি স্থান অধিকার করেছে।

দাউদ পাবলিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা পেয়েছে দ্বিতীয় ও ৪র্থ স্থানসহ ৫টি স্থান।

এর পরেই রয়েছে বরিশাল ক্যাডেট কলেজ। এই কলেজের ছাত্ররা ৩য় স্থানসহ মোট ৪টি স্থান পেয়েছে।

যশোর বোর্ড

মেধা তালিকা

প্রথম : ঝিনাইদহ ক্যাডেট ১ শাহেদ ফারুক সিনহা, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, প্রাপ্ত নম্বর ৮৫৯, ছয়টি লেটার, দ্বিতীয় : যশোর ক্যান্ট ম-১ ফারহানা মান্নান, দাউদ পাবলিক স্কুল যশোর, নম্বর ৮৫৪, পাঁচটি লেটার, তৃতীয় : বরিশাল ক্যাডেট ৫১, মোঃ হাসান শহীদ, বরিশাল ক্যাডেট কলেজ, নম্বর ৮৫৩, ছয়টি লেটার, চতুর্থ যশোর ক্যান্ট ২ কাজী ওয়াসিফ আহমদ, ছয়টি লেটার, পঞ্চম : ঝিনাইদহ ক্যাডেট ৭ মোঃ জিয়া হাসান চৌধুরী, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, ছয়টি লেটার, ষষ্ঠ : যশোর ক্যান্ট ৫৪ মোঃ আশরাফ-উল-ইসলাম, বিএএফ শাহীন স্কুল ও কলেজ যশোর, পাঁচটি লেটার, সপ্তম : ঝিনাইদহ ক্যাডেট ২২, হাসান মাহমুদ রেজা, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, পাঁচটি লেটার, অষ্টম : বরিশাল ক্যাডেট ২৩, এ এস এম তারিকুল ইসলাম, পাঁচটি লেটার, নবম : ঝিনাইদহ ক্যাডেট ৪৯ আবু হেনা মোঃ শফিউল বারী ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, পাঁচটি লেটার, দশম : ঝিনাইদহ ক্যাডেট ৩, এস এম জিয়া-উল-আজিম, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, পাঁচটি লেটার।

একজন লেখক

(১-এর পৃঃ পর)

তাপস পাঁচটি লেটারসহ ৮৪৮ নম্বর পেয়েছে।

বিজ্ঞানের ছাত্র তাপস বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স এন্ড ইলেকট্রনিক্স নিয়ে লেখাপড়া করবে। গবেষণার কাজ তার কাছে বেশি প্রিয়।

রেজাল্টে তাপস খুশি নয়। সে অভিযোগ করেছে যে মেধা তালিকায় স্থানের ব্যাপারে ঢাকা বোর্ড তার প্রতি অবিচার করেছে।

জাহিদ হাসান জানায় : তার ভালো রেজাল্ট করার পেছনে ধানমন্ডী সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব নূরুল হকের অবদানই বেশি। তার কোন প্রাইভেট টিউটর ছিল না। তবে পড়াশুনার ক্ষেত্রে যখনই সে কোন সমস্যায় পড়েছে তখনই শিক্ষকদের সহযোগিতা নিয়েছে।

তার বাবা জনাব রহমত আলী এক জন রাজনীতিক। মা নাদিরা রহমত একজন গৃহিনী।

কৃতি ছাত্র তাপস একজন ক্ষুদে লেখক। ইতিমধ্যেই সে বিজ্ঞান বিষয়ে পাঁচটি বই-এর পান্ডুলিপি রচনা করেছে। এসো ধূমকেতুর রাজ্যে নামে বইটি প্রেসে রয়েছে। তার পড়ার ঘরে একটি লাইব্রেরী রয়েছে।

দৈনিক বাংলা

1. AUG. 1986

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মেধা তালিকা ঃ ঢাকা

(১-এর পৃঃ পর)

মহম্মদ সিদ্দীক (মীর্জা-২৭০৬৭) ৫টি লেটারসহ ৮৫০ নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছে। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে ধানমন্ডি গবঃ হাইস্কুলের ছাত্র মোঃ জাহিদ হাসান (ঢাকা ৬৮৫০)। ৫টি লেটারসহ সে ৮৪৮ নম্বর পেয়েছে।

ঢাকা বোর্ডে এ বছর নতুন কোর্সে পরীক্ষা দিয়েছিল ৯১ হাজার ৩শ ৩৭ জন। পাসের হার গড়ে ৫৯ দশমিক ৮১ ভাগ।

১২ হাজার ১শ ১৮ জন প্রথম বিভাগ, ৩৯ হাজার ৩শ ৯৭ জন দ্বিতীয় বিভাগ ও ৫ হাজার ১৪ জন নিয়ে মোট ৫৪ হাজার ৬শ ২৯ জন পাস করেছে।

পুরনো কোর্সে পরীক্ষা দিয়েছিল ২০ হাজার ৩শ ২৩ জন। পাসের হার ৫০ দশমিক ৭৭ ভাগ।

এই কোর্সে ১শ ৮৭ জন প্রথম বিভাগে, ৭ হাজার ৪শ ১৪ জন দ্বিতীয় বিভাগে ও ২ হাজার ৭শ ১৬ জন তৃতীয় বিভাগে এবং মোট ১০ হাজার ৩শ ১৭ জন পাস করেছে।

ঢাকা বোর্ডে এবার মেধা তালিকায় প্রাধান্য অর্জন করেছে মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজ। প্রথম ২০টি স্থানের মধ্যে এই কলেজের ১৭ জন ছাত্র প্রথম স্থানসহ ১০টি স্থান দখল করেছে।

এর পরেই রয়েছে গবঃ ল্যাবরেটরী হাইস্কুলের প্রাধান্য। তাদের স্কুল থেকে ১২ জন ছাত্র ১টি স্থান অধিকার করেছে।

এছাড়া বি এ এফ শাহীন স্কুল ও কলেজ তিনটি স্থান, মতিঝিল মডেল হাইস্কুল ২টি স্থান ও মতিঝিল সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয় ১টি স্থান পেয়েছে।

ঢাকা বোর্ডের প্রথম ২০টি স্থানের অধিকারী ৪৩ জনের মধ্যে মাত্র ৪ জন ছাত্রী রয়েছে। তারা দখল করেছে ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১৫শ ও ১৬শ স্থান; বি এ এফ শাহীন স্কুল ও কলেজের ছাত্রী সোনিয়া বেগম (ঢাকা-ম ৭০৭৯) ৫টি লেটারসহ ৮৪১ নম্বর পেয়ে মেয়েদের মধ্যে প্রথম ও সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৩য় স্থান পেয়েছে।

ঢাকা বোর্ড

মেধা তালিকা

প্রথমঃ মীর্জাপুর ২৭০৬৭ সুলতান মাহমুদ সিদ্দীক, মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজ টাঙ্গাইল, প্রাপ্ত মোট নম্বর ৮৫০, পাঁচটি বিষয়ে লেটার, দ্বিতীয়ঃ ঢাকা ৬৮৫৫ মোঃ জাহিদ হাসান, ধানমন্ডি গবর্নমেন্ট বয়েজ হাইস্কুল নম্বর ৮৪৮ ৫টি লেটার, তৃতীয়ঃ ঢাকা ম-৭০৭৯ সোনিয়া বেগ, বি এ এফ শাহীন স্কুল ও কলেজ ঢাকা, নম্বর ৮৪১ ৫টি লেটার, চতুর্থঃ মীর্জাপুর ২৭১১৩ জাহিদুল মুরসালিন, মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, ৫টি লেটার, পঞ্চমঃ মীর্জাপুর ২৭০৭১, মোঃ আমিনুর রহমান, মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, ৪টি লেটার, মীর্জাপুর ২৭০৮৯ মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম, মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজ ৫টি লেটার, ৬ষ্ঠঃ ঢাকা ৪৫৭৩ মীর শরিফুল আজম, গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুল ঢাকা, ৫টি লেটার, ম-৭২১৭ শামসুন নাহার বি এ এফ শাহীন স্কুল ও কলেজ ৫টি লেটার, মীর্জাপুর ২৭০৯৫ মোঃ মহবুব হোসেন, মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, ৫টি লেটার, সপ্তমঃ ঢাকা ৪৫৭৫ মোঃ এনামুল হক, গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, ৫টি লেটার, ঢাকা ৪৫৭৮ শাফকা[illegible]দ, গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী [illegible]স্কুল, ৫টি লেটার, অষ্টমঃ ঢাকা ২৫৮৯ ফয়সল আহমেদ মতিঝিল মডেল হাইস্কুল, ৪টি [illegible] নবমঃ মীর্জাপুর ২৭০৯৪ মোঃ [illegible] আকবর, মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজ ৫টি লেটার, মীর্জাপুর ২৭১১৬ মোঃ মেহদী হাসান, মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, ৫টি লেটার, দশমঃ ঢাকা ৪৫৭৭ সুতীর্থ কবীর, গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, ৫টি লেটার, ঢাকা ৪৫৮১ রইস আহমাদ, গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, ৪টি লেটার, মীর্জাপুর ২৭০৭৫ মোঃ মোখলেসুর রহমান সরকার, মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজ ৪টি লেটার, মীর্জাপুর ২৭১০৫ মুস্তাফিজুর রহমান খান, মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, ৫টি লেটার।

একাদশঃ ঢাকা ৪৫৮২ শাহ ওয়ারিফ হোসেন, গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুল, ৫টি লেটার, মীর্জাপুর ২৭০৬৪ মোঃ আনিসুর রহমান, মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজ ৫টি লেটার, দ্বাদশঃ ঢাকা ৪৫৭৬ এ জেড এম তানভীর চৌধুরী গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, ৫টি লেটার, ত্রয়োদশঃ ঢাকা ৪৬ মোঃ মনোয়ার হোসেন, মতিঝিল সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয় ঢাকা, ৪টি লেটার, ঢাকা ৮৫ মোঃ আরিফ আল কাশেম, মতিঝিল সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয়, ৫টি লেটার, মীর্জাপুর ২৭০৭২ আলী আহসান ফকির মোঃ শরীফুল কবীর, মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, ৫টি লেটার, মীর্জাপুর ২৭১০১ আশিকুর রহমান, মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, ৫টি লেটার, চতুর্দশঃ ঢাকা ৪৫৮০ তানিম আহমেদ, গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুল ৪টি লেটার পঞ্চদশঃ ঢাকা ৪৫৯১ সৈয়দ মোঃ ওয়াহেদুজ্জামান গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুল ৪টি লেটার ঢাকা ৪৬৫৮ মোঃ মাসুদ পারভেজ, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ, ৪টি লেটার ঢাকা ম ৬০১০ শাকিলা নার্গিস খান, অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয় ঢাকা, ৪টি লেটার, মীর্জাপুর ২৭০৬৯ মোঃ দেলোয়ার হোসাইন ভূইয়া, মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজ ৫টি লেটার, মীর্জাপুর ২৭১১৮ এ এইচ এম জাহীরুল ইসলাম, ৫টি লেটার।

ষোড়শঃ ঢাকা ২৫৮৩ মোঃ নাসিরুল গনি, মতিঝিল মডেল হাইস্কুল, ৪টি লেটার, সাভার ম-১০৫৩৯ তাজিন আফরিন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল ৪টি লেটার, সপ্তদশঃ ঢাকা ৪৫৮৫ মুহম্মদ শাকিল হাসান, গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, ৪টি লেটার ঢাকা ৯০১০ মাহফুজ উল হাসান, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ঢাকা ৫টি লেটার, মীরপুর ১০১৯১ খন্দকার মোঃ আরিফ আল মান্নান, মীরপুর বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়, ৫টি লেটার, অষ্টাদশঃ মীর্জাপুর ২৭০৬৫ মেহদী মোঃ বখতিয়ার উদ্দীন খান, মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজ ৫টি লেটার, ঊনবিংশঃ ঢাকা ৪৫৭৪ মোঃ রফিউল হোসেন গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুল ৫টি লেটার ঢাকা ৫৩৭৬ অলক সুব্রত ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল ৫টি লেটার, বিংশঃ ঢাকা ৪৫৮৪ হাসিবুর রহমান, গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুল ৪টি লেটার ঢাকা ৭০৩২ আহমেদ ইউসুফ ওয়ালিদ বি এ এফ শাহীন স্কুল ও কলেজ ৪টি লেটার, মীর্জাপুর ২৭০৭৮ সোহেল হাসান মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজ ৫টি লেটার, মীর্জাপুর ২৭১২০ আবদুল্লাহ আল মামুন, মীর্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, ৫টি লেটার।